বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১২১-১৪২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি পর্যালোচনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারসংক্ষেপ *কোভিড-১৯ (COVID-19) বা করোনাভাইরাস গোটা পৃথিবীকে স্থবির করে দিয়েছে। এর ভয়াল থাবার শিকার নারী-পুরুষনির্বিশেষে—বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নবজাতক পর্যন্ত সবাই। ২০২০ সালের মার্চে বাংলাদেশে এই মহামারির হানা আসার পর বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক জীবনমানে বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের আয়ের ওপর অবর্ণনীয় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রান্তিক শ্রমজীবী ও অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সমস্যার সংগতিপূর্ণ সমাধানের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারনির্ভর এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিডের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু করোনাভাইরাসের প্রভাব এখনো বিদ্যমান, কাজেই কোনো জরিপের ফলাফলই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যাবে না। শুধু ব্যক্তি উদ্যোগে বা সরকারের একার পক্ষে এ ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয়। তাই সবাই মিলে একত্রে কোভিড-১৯-এর মোকাবিলা করতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক পেশাজীবীর সবাইকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক শ্রমজীবীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে তাদের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা করতে হবে। এ গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, শুধু রাষ্ট্র ও সামাজিক উদ্যোগসহ ব্যক্তিপর্যায়েও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের জীবযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।*

মূলশব্দ *কোভিড-১৯ · নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষ · প্রান্তিক পেশাজীবী · জীবিকা*

১. গবেষণার পটভূমি

বাংলাদেশ বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। মহামারি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিকভাবে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত 'সাধারণ ছুটি' ও লকডাউন ঘোষণা করে। এরপর বিভিন্ন ধাপে বাংলাদেশ সরকার লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি করে। এতে করে

* সহযোগী অধ্যাপক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ই-মেইল: mjalam.jsc@du.ac.bd

বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্থনীতি আকস্মিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। দীর্ঘ সাধারণ ছুটির মধ্যে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবীদের কর্মহীনতার ফলে তাদের জীবনে ঘটেছে চরম বিপর্যয় ও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। এই গবেষণা প্রবন্ধে কোভিড-১৯ চলাকালীন বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী শ্রেণির সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয় ও দুর্ভোগের প্রকৃত চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক পরিচালিত 'শ্রমশক্তি জরিপ-২০১০' অনুসারে বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৮৭ ভাগ অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এটি একটি অরক্ষিত খাত। এখানে আরও উল্লেখ্য, পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৪ সালের বস্তি শুমারি অনুযায়ী দেখা যায়, কেবল ঢাকা শহরের দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৩ হাজার ৩৯৪টি ছোট-বড় বস্তি রয়েছে। এসব বস্তিতে মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ঘর রয়েছে। এসব ঘরে বসবাস করে ৬ লক্ষাধিক প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষ। এসব বস্তিতে বসবাস করতে গিয়ে নিজেদের আয়ের ৬০ শতাংশেরও বেশি টাকা ঘরভাড়া হিসেবে খরচ করতে হয়। বাকি ৪০ শতাংশে প্রাত্যহিক খরচ চালানো তাদের জন্য অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশের পেশা বাসা-বাড়িতে গৃহপরিচারিকা, রাস্তা ও ফুটপাতে হকার, রিকশা-ভ্যানচালক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পোশাকশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, মোটরশ্রমিক, ভ্রাম্যমাণ মাছ-মাংস-ফলমূল-সবজি বিক্রেতা ও ভিক্ষুক। এসব প্রান্তিক পেশাজীবীর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে ঢাকা শহরের প্রায় দুই কোটি মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাপনের গতিশীলতা। অথচ এই বৈশ্বিক মহামারিকালীন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছেন এই প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষেরা। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণে তাদের অনেকে ঢাকা শহর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এ কারণে দুই কোটি নাগরিকের অভ্যস্ততাও ব্যাহত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রান্তিক এসব মানুষের আয় ও সার্বিক জীবনমানে কোভিড-১৯-এর প্রভাবের স্বরূপ পর্যালোচনার প্রয়াস গ্রহণ এবং গঠনগত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২. গবেষণা পর্যালোচনা

কোভিড-১৯ থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্যসংকট বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সর্বোপরি অর্থনীতিতে গভীর অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। এ গ্রহের ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনার নজির নেই, যার ফলে সর্ব-দক্ষিণে চিলির পুয়ের্তো উইলিয়াম থেকে সর্ব-উত্তরে নরওয়ের হ্যামারফাস্ট পর্যন্ত সব অঞ্চলে একযোগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এমনকি দুটি বিশ্বযুদ্ধেও পুরো পৃথিবী এভাবে স্থবির হয়ে পড়েনি। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পুরো পৃথিবী প্রায় অচল হয়ে গেছে। এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ। শুধু উচ্চ বেকারত্ব ও কর্মহীনতাই প্রান্তিক পেশাজীবীদের একমাত্র সমস্যা নয়; তারা আরও বেশি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এখনও তারা এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অনাড়ম্বর জীবন, ক্ষুধা, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন, পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুচিকিৎসা প্রভৃতির অভাব প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনমানকে স্থায়ী দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করছে। কোভিড-১৯ তাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধকে আরও কঠিন করে তুলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপ অনুসারে, ২০১৬ সালে দেশের গ্রামাঞ্চলের সার্বিক দারিদ্র্য ছিল ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ; ২০১৮ সালের *জিইডি-সানেম* জরিপ অনুসারে, যা ছিল ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ। কিন্তু করোনার প্রভাবে ২০২০ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ। ছোট দেশ অধিক জনসংখ্যা, অপর্যাপ্ত খনিজসম্পদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব—নানাবিধ সমস্যার মধ্যে থেকেও বিস্ময়কর গতিতে দেশটি অর্থনৈতিক সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে সীমিত সম্পদ

নিয়েই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এসেছে। কিন্তু করোনার ফলে প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বেড়েছে। প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা হ্রাস পেয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, উপার্জন কমে যাওয়ায় জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে তারা এমন কৌশল অবলম্বন করবে, যা কার্যত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। খরচ কমাতে তারা কম খাবার খাবে, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। কিংবা স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে স্থায়ী দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়বে। এমনটা হওয়াও অসম্ভব নয় যে, কেউ কেউ অসামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন ছিনতাই, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে, যার ফলে আইন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটবে। রাষ্ট্রের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা, তাদের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্য রাষ্ট্রীয় একটি বিশেষ সংস্থা গঠন এবং সেই সংস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবীদের যাবতীয় জরুরি প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। করোনার প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

করোনা এমন একসময় আঘাত হেনেছে, যখন বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরিত হচ্ছে। করোনা থেকে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এসডিজির লক্ষ্য পূরণ শঙ্কার মুখে পড়েছে। এ গবেষণা প্রবন্ধ সে শঙ্কার মাত্রা পরিমাপ করতে সহায়ক ও এ সংকট থেকে উত্তরণে অবদান রাখবে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে প্রথমবারের মতো এবং ২০২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ। ২০২৪ সালের সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এ অভীষ্টযাত্রায় প্রতিবন্ধক হতে পারে করোনার প্রভাব। এমতাবস্থায়, এ গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য বাংলাদেশের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিরূপণ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায়সমূহের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবীদের কর্মহীনতা, আয় কমে যাওয়া ও এর অব্যবহিত ফলস্বরূপ তাদের জীবনমানের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা পর্যালোচনা করা। অর্থনৈতিক সম্পৃক্তির মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার উপায় অনুসন্ধান এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য হলো:

(ক) কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট সমস্যায় প্রান্তিক পেশাজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা।

(খ) প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে পদক্ষেপসমূহের বিশ্লেষণ।

(গ) কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান।

৪. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রপঞ্চের সংজ্ঞায়ন

এই গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রপঞ্চের সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

৪.১. প্রান্তিক পেশাজীবী

মূলত কর্মক্ষেত্রে অস্থায়ী, দুর্বল প্রশিক্ষণ, কার্যকর ব্যবস্থাপনার অভাব, অনুপ্রেরণার অভাব, দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পেশাই হলো প্রান্তিক পেশা। এ সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকায় এসব পেশাজীবী নিয়োগকর্তার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন না। অনেকাংশে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হন। বাসাবাড়িতে কর্মরত, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, রিকশা-ভ্যান-বাসচালক, নির্মাণশ্রমিক, হকার প্রভৃতি পেশার শ্রমজীবী মানুষ প্রান্তিক পেশার শ্রেণিভুক্ত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য (Hossain, 2021)। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাবে প্রান্তিক পেশাজীবীরা অধিকসংখ্যক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। সে কারণে পরিবারের সদস্যসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়, যার ফলে এই প্রান্তিক পেশাজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা অসচ্ছল থাকে।

৪.২. নিম্নবিত্ত শ্রেণি

দারিদ্র্য, গৃহহীনতা এবং বেকারত্বের দ্বারা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। এ শ্রেণির মানুষেরা মূলত, চিকিৎসাসেবা, বাসস্থান, পুষ্টিকর খাদ্য, অপরিহার্য পোশাক, নিরাপত্তা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সমস্যায় থাকে (Newton, 2017)। প্রধানত কৃষক, পোশাকশ্রমিক, মুদি দোকানদার এ শ্রেণিভুক্ত মানুষ। কিছু পরিবারে আর্থিক সংগতি থাকলেও এদের মধ্যে বেশির ভাগই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবে তারা দারিদ্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে এবং দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন।

৪.৩. নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান গরিব ও ধনীদের মাঝামাঝি। এ শ্রেণিভুক্ত মানুষের আয় নিম্নবিত্ত মানুষের আয়ের চেয়ে বেশি, তবে উচ্চবিত্তদের আয়ের চেয়ে কম। সম্পদ, শিক্ষা এবং প্রতিপত্তি অনুসারে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন ১. নিম্ন-মধ্যবিত্ত, ২. উচ্চ-মধ্যবিত্ত। বেসরকারি চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, শিক্ষক প্রভৃতি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষ। এ গবেষণা প্রবন্ধে শুধু নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা অনুসারে, বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি অনেকাংশে নিম্নবিত্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী এবং নিম্নবিত্তের মধ্যে শিক্ষা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই।

কোভিড-১৯ নিয়ে প্রথম গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশ করেন গণ-মানুষের অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. আবুল বারকাত 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে', তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থে উল্লেখ করেন, "কোভিড-১৯-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০২০ সালে দেশে প্রথম লকডাউনের আগে মোট মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৯০ লক্ষ। লকডাউনের পর মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৫০ লক্ষে। অর্থাৎ মাত্র দুই মাসের মধ্যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে।"

৪.৪. আয় বৈষম্য

কোভিড-১৯ যে শুধু শ্রেণিকাঠামো পাল্টে দিয়েছে তা-ই নয়, করোনা এবং লকডাউনের কারণে দেশে আয় বৈষম্যও বেড়েছে। কোভিড-১৯ দেশের খানার মোট আয় (Total household income) বণ্টনে

বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। আয় বৈষম্য মারাত্মক বলা হয় তখন, যখন বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগ/জিনি সহগ-এর (Gini coefficient) মান ০.৫ অতিক্রম করে। গিনি সহগ বাড়তে থাকা মানে আয় বৈষম্য বাড়তে থাকা। আয় বৈষম্য 'মারাত্মক বিপজ্জনক' বলা হয়, যখন পালমা অনুপাত (Palma ratio) সংখ্যাটি ৩ এর কাছাকাছি বা ৩ অতিক্রম করে। লকডাউনের আগে আমাদের গিনি সহগ ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের ৬৬ দিন পর হয়েছে ০.৬৩৫। লকডাউনের আগে পালমা অনুপাত ছিল ২.৯২, যা লকডাউনের পর হয়েছে ৭.৫৩। অনুপাতটি বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি নির্দেশ করছে। সুতরাং কোভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্য এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্য' অনুপাতের দিকে নিয়ে গেছে (বারকাত, ২০২০)।

৪.৫. অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বা অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাত বলতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কাজ বা চাকরি ও শ্রমিকদের এক বৈচিত্র্যময় সমবায়ে গঠিত অর্থনৈতিক একটি খাতকে বোঝায়। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা সুরক্ষিত নয়। রাষ্ট্র এই খাত থেকে কোনো কর আদায় করে না কিংবা এটিকে পর্যবেক্ষণও করে না। এসব অনানুষ্ঠানিক পেশা হলো মজুরিশ্রমিক, স্বনির্ভর ব্যক্তি এবং অবৈতনিক-বৈতনিক পারিবারিক শ্রম (Mahmud et. al, 2021)। শুরুতে ক্ষুদ্র অনিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সবধরনের কর্মসংস্থানের ব্যাপারটিকে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বলা হলেও বর্তমানে সুরক্ষাহীন দিনমজুরের কর্মসংস্থানকেও এর আওতায় ধরা হয়। ধারণাটি মূলত ছোট অনিবন্ধিত ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (WIEGO)। বাংলাদেশে মোট কর্মরত মানুষ ৮৫ দশমিক ১ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে (Hossain, 2021)। চলমান এ পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষের জীবিকা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ব্যক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে (Islam, 2020)। আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রবন্ধে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হলো:

ক. বাস/ট্রাক/অটো-রিকশা/রিকশা/ভ্যান/লঞ্চচালক, বাসাবাড়িতে কর্মরত, হকার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নির্মাণশ্রমিক, ভিক্ষুক ইত্যাদি।

খ. কৃষক, পোশাকশ্রমিক, মুদি দোকানদার, প্রবাসী ইত্যাদি।

গ. চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, শিক্ষক ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'ক' ও 'খ' শ্রেণি নিম্নবিত্ত এবং 'গ' শ্রেণি নিম্ন-মধ্যবিত্তভুক্ত।

গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের গবেষণাগ্রন্থে 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' উল্লেখ করা হয়েছে, "বাংলাদেশে মোট সক্রিয় শ্রমশক্তির (Active labour force) তথা শ্রমবাজারের ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। কোভিড-১৯ এর ফলে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের বেশির ভাগ এই খাতে কর্মরত। যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্যবিক্রেতা, চা-পান স্টল; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—মুদি দোকানদার; ক্ষুদ্র-হোটেল-রেস্তোরাঁ; ক্ষুদ্র মাঝারি পাইকার; নির্মাণশিল্পের শ্রমিক; পরিবহনশ্রমিক; রিকশা-ভ্যানচালক; কৃষিমজুর ইত্যাদি। যেহেতু ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের নিয়ে সরকারি পরিসংখ্যানে খুব বেশি কিছু নেই, যেহেতু এরা অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রধান সমস্যা এবং যেহেতু এরা কোভিড-১৯ এর লকডাউনে

খুবই ক্ষতিগ্রস্ত—সেহেতু প্রথমেই এদের আনুমানিক সংখ্যা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত হিসাবে এদের মোট আনুমানিক সংখ্যা ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪টি। এদের মধ্যে গ্রামে ৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯২০ (৪০.৩ শতাংশ) এবং শহরে ৫১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৭৪টি (৫৯.৭ শতাংশ)।"

কোভিড-১৯ এ লকডাউনের ফলে এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সারা দেশে অণু ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালা, চা-পান স্টল, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি দোকান ও অণু-ক্ষুদ্র হোটেল রেস্তোরাঁর সংখ্যা মোট ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪টি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে কর্মচারীর সংখ্যা (মালিকসহ) ১.৮৩ জন। সে হিসেবে ওইসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মোট নিযুক্ত আছেন ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬২৬ জন। এদের মধ্যে প্রথম দুই ক্যাটাগরির অর্থাৎ অণু-ব্যবসায়ী: ভ্রাম্যমাণ ব্যবসা ও চা-পান বিক্রেতাদের প্রায় সবাই কোভিড-১৯ এর কারণে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন (বারকাত, ২০২০)।

কোভিড-১৯-এর লকডাউনে অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এসব খাতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৬৫ লক্ষেরও বেশি নিঃস্ব হয়ে 'নব দরিদ্রে' রূপান্তরিত হয়েছে, অন্যরা পুঁজিপাট্টা হারিয়ে নিঃস্বপ্রায়। এদের কেউই রাষ্ট্রীয় সহায়তা ছাড়া ব্যবসা করতে পারবেন না। এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসার সচলতার সাথে মোট ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভরশীল। সুতারাং এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু করে অর্থনীতির প্রবাহ সচলতার জন্য সরকারকে দ্রুত অনুদানসহ ঋণ সরবরাহ করতে হবে (বারকাত, ২০২০)।

৪.৬. কোভিড-১৯

করোনাভাইরাসের ফলে সাধারণ সর্দিজ্বর থেকে শুরু করে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রম (মার্স) ও সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রমের (সার্স) মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। ২০১৯ সালে চীনের উহান প্রদেশে কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়। করোনাভাইরাস শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতাজনিত মহামারি সৃষ্টি করেছে। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি, কথা বলা, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি থেকে ক্ষুদ্র সংক্রামক কণা ছড়িয়ে পড়ে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলা, হাত পরিষ্কার রাখা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অপরিহার্য। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়, ২০২০ সালের ৮ মার্চ।

৫. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য সমীক্ষা

কোভিড-১৯ নতুন একটি বৈশ্বিক মহামারি। এ বিষয়ে মানুষের আগে কোনো ধারণা ছিল না। করোনা ভাইরাসের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে দেখতে হবে আংশিকভাবে নয় সমগ্রতার নিরিখে এবং বড় পর্দায় (বারকাত, ২০২০)। বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট থেকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি এবং ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে বেরিয়ে মধ্যম আয়ের দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে (Mahmud et. al, 2021)। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ সাফল্য এবং গত কয়েক দশকের প্রবৃদ্ধি করোনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি দরিদ্র মানুষকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করেছে। সাধারণ ছুটিকালীন মাত্র ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ সরকারি সহযোগিতা পেয়েছেন এবং মাত্র ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ বেসরকারি উৎস থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন। এ ছাড়া সংকটটির ব্যাপকতা এত বেশি, যা প্রতিটি দেশে ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের প্রতিটি শহর, পাড়া, মহল্লা ও গ্রামে করোনা ছড়িয়ে যায় ও প্রতিটি জনপদে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বাংলাদেশের ৩৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির সিংহভাগই স্বনির্ভর এবং দিনমজুর সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়েছেন (Islam, 2020)। এখানেই শেষ নয়, মোটামুটি টিকে থাকতে সক্ষম এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগও করোনায় স্থবির হয়ে গেছে। অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের কর্মঘণ্টা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা বেশি (Nasrin, 2021)। নারী গার্মেন্টস কর্মীদের চাকরি না থাকায় পরিবারের অন্য সদস্যদের আয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আবার অনেক পরিবারে আয় না থাকায় খরচের ভয়ে অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কম্পিউটেবল জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম (CGE) মডেল পরামর্শ দেয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর প্রভাব না থাকলে ২০২০ সালের জন্য সেক্টর অনুসারে জিডিপির বার্ষিক বৃদ্ধি ৮ দশমিক ২ শতাংশ হতো। কিন্তু কোভিড-১৯ এর ফলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি কমে ৩ দশমিক ৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে (Unicef Bangladesh, 2020)। কোভিড-১৯ এর আগ্রাসন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে স্থবির করে দিয়েছে। তাই কোভিডপরবর্তী সময়ে অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য শুধু প্রবৃদ্ধিভিত্তিক নীতিব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। বরং বাংলাদেশকে কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে হবে, যা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে সক্ষম হবে (Hossain, 2021)। অর্থনীতির পাশাপাশি, সারা দেশে দরিদ্র মানুষ পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবারের তীব্র ঘাটতিতে সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে ফেলেতে পারে (Ali & Bhuiyan, 2020; Palma, 2020)। উপার্জন ক্ষতির মুখে পড়ায় তারা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা ভবিষ্যতে জাতিকে দুর্বল ও কম মেধাসম্পন্ন প্রজন্ম উপহার দেবে। এতে খাদ্য প্রাপ্যতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী অরক্ষিত হয়ে পড়বে এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য তারা সরকারের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে (GoB, 2020)। তবে বাংলাদেশ সরকার ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) এবং ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি সম্প্রসারণ, কম দামে খোলা বাজারে চাল, আটা, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রি করা শুরু করেছে। এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে (Riaz, 2020)। পেশাদার ডাক্তার এবং দক্ষ নার্সের অভাব বাংলাদেশের জন্য আরেকটি সমস্যা (Rahman et. Al, 2020)। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের কোনো স্বাস্থ্যবীমা নেই বা উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশি কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব নয়। তাই সরকারি হাসপাতালগুলোর কর্মদক্ষতা বাড়ানো, দক্ষ নার্স, অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসের মতো পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং কোয়ারেন্টাইনের মতো মহামারিসংক্রান্ত সমস্যা, সেইসঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পতন ও মনোস্তাত্ত্বিক মধ্যস্থতাকারীদের ট্রিগার করতে পারে। যেমন দুঃখ, উদ্বেগ, ভয়, রাগ, বিরক্তি, হতাশা, অপরাধবোধ, অসহায়ত্ব ও একাকীত্ব ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্যকে হুমকির মধ্যে ফেলতে পারে (Mamun & Griffiths, 2020)। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রান্তিক শ্রমজীবীদের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় দুই কোটি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। তাদের উপার্জন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে (Mahmud et. al, 2021)। অপরদিকে, শহর এলাকার বস্তিবাসী মানুষ এবং গ্রামীণ দরিদ্র, যারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভর করে—তারা কোভিড-১৯ এর সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার। বস্তিবাসীরা তাদের দৈনিক আয়ের ৮২ শতাংশ হারিয়েছেন (Hossain, 2021)। অন্যদিকে গ্রামীণ পরিবারগুলো ৬৩ শতাংশ খাদ্য খরচ কমিয়েছেন, ৫০ শতাংশ বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সংসার খরচ চালিয়েছেন। মাত্র ৩৩

শতাংশ সরকারি সাহায্য পেয়েছেন। ৫৫ শতাংশ মানুষ তাদের সঞ্চয় ব্যবহার করে দিন যাপন করেছেন। ২২ শতাংশ পরিবার নতুনভাবে কাজের জন্য অনুসন্ধান করেছে (Genoni et. al, 2020)। শ্রমজীবীদের একটা বিরাট অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। তাদের বেশির ভাগই কোনো আয়ের উৎসের সন্ধান করতে পারেননি। যেমন প্রান্তিক শ্রমজীবীদের মধ্যে যারা কৃষিখাতে কাজ করেন তাদের সংখ্যা ৯৫ শতাংশ। যেখানে পরিষেবা খাতে মোট কর্মসংস্থানের ৭২ শতাংশ এবং শিল্পখাতে মোট কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে (Hossain, 2021)। কোভিড-১৯ এর ফলে এই শ্রেণিভুক্তের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ চাকরি হারিয়েছেন।

নিম্নবিত্ত শ্রেণিভুক্ত কয়েক লাখ প্রবাসী বাংলাদেশে ফিরেছেন। বিদ্যমান লকডাউনে অনেকে তাদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে না পারায় চাকরি হারিয়েছেন। আবার অনেকে চাকরি হারিয়ে দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন। যারা স্বদেশে আছেন, নিজ কর্মস্থলের দেশে পুনরায় ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে শিগগিরই সেসব দেশে পুনরায় ফিরতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। কেননা অনেকেরই বৈধ ওয়ার্ক পারমিট এবং কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও কর্মস্থলে যেতে পারছেন না (Mahmud et. al, 2020)। তা ছাড়া করোনার টিকাসংক্রান্ত জটিলতাও রয়েছে। বিষয়টি তাদের ওপর প্রচণ্ড নেতিবাচক চাপ তৈরি করে। করোনার কারণে বিভিন্ন দেশে শ্রম চাহিদা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি কমেছে নাটকীয়ভাবে। ফলস্বরূপ পোশাক শিল্প অনেকাংশে ধসে পড়েছে। লকডাউন এবং শারীরিক দূরত্ব ব্যবস্থার প্রভাবের কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া প্রবাসীরা কাজে ফিরতে না পারায় রেমিটেন্স খাতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে (Unicef Bangladesh, 2020)।

ওপরের গবেষণা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, করোনা ভাইরাসের প্রভাব সম্পর্কে অনেক গবেষণা থাকলেও এর প্রভাব থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা না থাকার কারণে আলোচ্য গবেষণাপ্রবন্ধ একটি যৌক্তিক সমাধানের দিকনির্দেশনা দেবে।

৬. গবেষণা পদ্ধতি

অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতে পেশাজীবীদের জীবিকার ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ঘটনাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়। গবেষণার বিষয়বস্তু, মৌলিক উদ্দেশ্য, তথ্যের প্রকৃতি এবং সর্বোপরি তথ্য প্রদানকারীদের সামাজিক অবস্থার পটভূমি, এ পদ্ধতির উপযোগী বলেই গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। উপাত্ত গঠনে সুগভীর আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক পর্বে লিখিত প্রবন্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিশেষত যেগুলোতে সমাজকাঠামোর পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবীর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে এবং এই পেশাজীবীদের মধ্যে ৩০ জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই ৩০ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে তাত্ত্বিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যাবহার করে নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও এই গবেষণার জন্য গবেষক ৫০ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু, উত্তরদাতার তথ্যের সম্পৃক্তি বিন্দু (স্যাচুরেশন পয়েন্ট) এবং তথ্যের গুণমান বিবেচনা করে, গবেষক, গবেষণা বিষয়ের স্বচ্ছতার জন্য নমুনা হিসেবে ৩০ জন উত্তরদাতার তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং চলাচলের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে, এই গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনা অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং উপাত্তকে ভাবগতভাবে সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবের মাধ্যমে কোডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। যেহেতু এ জনগোষ্ঠীর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সীমিত, সেহেতু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে বাসাবাড়ির গৃহপরিচারিকা, রাস্তা ও ফুটপাতের হকার, রিকশা-ভ্যানচালক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পোশাকশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, মোটরশ্রমিক, ভ্রাম্যমাণ মাছ-মাংস-ফলমূল-সবজি বিক্রেতা ও ভিক্ষুক শ্রেণির প্রান্তিক পেশাজীবীদের মধ্যে ৩০ জন নারী-পুরুষের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের গবেষণা প্রক্রিয়ায় গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন উৎস থেকে এ নিবন্ধের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১. তথ্য সংগ্রহের বিবরণ

নং	পেশাজীবী	নমুনা	নারী	পুরুষ	গড় বয়স	পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা
১	বাসা-বাড়ির গৃহপরিচারিকা	৪	৪	০	৫৫.৫	৪
২	রাস্তা ও ফুটপাতের হকার	৪	২	২	৫২.৫	৫
৩	রিকশা-ভ্যান চালক	৪	০	৪	৪৫.৫	৬
৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৪	২	২	৫১.৫	৫
৫	পোশাকশ্রমিক	৪	৪	০	৩৫.৫	৩
৬	নির্মাণশ্রমিক	৪	২	২	৩০.৫	৬
৭	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	৪	২	২	৩৮.৫	৪
৮	ভিক্ষুক	২	১	১	৬১.৫	৩
	মোট	**৩০**	**১৭**	**১৩**	-	-

বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাপ্রবন্ধটি রচনার জন্য সাম্প্রতিক জরিপ, গবেষণা রিপোর্ট, দেশি-বিদেশি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম, আন্তর্জাতিক জার্নাল, নির্ভরযোগ্য অনলাইন পোর্টালের প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত, গণমাধ্যম থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক খবর, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব শ্রম সংস্থা ইত্যাদি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা, নির্দেশনা, ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। যেসব গবেষণা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বই, সাময়িকী ও অন্যান্য উৎস হতে তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে, সেসব উৎসের উল্লেখ ও স্বীকৃতি এ নিবন্ধের শেষভাগে গ্রন্থপঞ্জী শিরোনামে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিবিধ তথ্য-উপাত্তের যা-কিছু প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিয়ে এ গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। বিবিধ উৎস থেকে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এ গবেষণাপ্রবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে এ নিবন্ধের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যগত সংকট থেকে চরম অর্থনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশ সমসাময়িক দুনিয়ায় যে বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখিয়েছে, এ মহামারি সেটিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জীবন-

জীবিকার অবনমন ও সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রসু হয়েছে বলা যায়। এ গবেষণায় নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন ক্ষেত্রবিশেষে ছদ্মনাম ব্যবহার করা, সাক্ষাৎকারের আগে অনুমতি গ্রহণ করা, সাক্ষাৎকারদাতার পরিচয় গোপন রাখা, তথ্যের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৭. গবেষণার ফলাফল

কোভিড-১৯ এর কারণে নিম্ন-মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বলে এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়। উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিবারগুলো পরিস্থিতি মোকাবিলায় কখনো কখনো নেতিবাচক কৌশল অবলম্বন করেছে বলেও দৃশ্যমান হয়েছে। যেমন খাদ্য খরচ কমানো। এর ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আয় ক্ষতির একটি বড় ঝুঁকিতে পড়েছেন। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) সেক্টরে অনেক মানুষ সাময়িকভাবে চাকরি হারিয়েছেন। অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। নিম্নে এ গবেষণার ফলাফল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো—

৭.১ প্রান্তিক পেশাজীবীর আয়ের ওপর প্রভাব

এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, করোনার প্রকোপে প্রান্তিক পেশাজীবীরা বহুমুখী সমস্যায় আবর্তিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তারা কর্মহীন হয়েছেন অথবা আয় কমে গেছে। অব্যবহিত কারণে তাদের জীবনমানের ওপর প্রভাব পড়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। করোনা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা ও সুরক্ষা সহযোগিতা না পেয়ে প্রান্তিক পেশাজীবীরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। এ গবেষণায় দেখা যায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণরোধে লকডাউন পরিস্থিতিতে বিশাল আকারের অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে বিশেষ করে পচনশীল খাদ্য পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা এর ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। সরকারি নির্দেশনায় ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি পচনশীল খাদ্যপণ্য পরিবহন নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হলেও তাদের পণ্য বাজারজাত করতে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চলাচলের ওপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এসব পণ্যের ক্রেতাও কম। এসব কারণে কার্যত ছোট বা মাঝারি রেস্তোরাঁ এবং ভাতের হোটেল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এসব হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক কর্মচারি, কাঁচামাল সরবরাহকারীর আয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে প্রান্তিক পেশাজীবীরা বেকার হয়ে পড়েছেন। করোনাভাইরাসের কারণে সরকার যে সাধারণ ছুটি ও যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, তার কারণে অনেক প্রান্তিক পেশাজীবীও তাদের কাজ হারিয়েছেন। তবে অনেকে আবার করোনাকালে নতুন পেশার সন্ধানও করে নিয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে— ঢাকার রাজপথজুড়ে অসংখ্য মাস্ক/হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিক্রেতার দোকান। তবে নতুন আয়ের পথ করতে পারা প্রান্তিক পেশাজীবীর সংখ্যা মোট সংখ্যার তুলনায় খুব সামান্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক পেশাজীবীদের অনেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড; চুরি বা ছিনতাইয়ের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন।

সারণি ২. প্রান্তিক পেশাজীবীর গড় আয়ের ওপর প্রভাব

ক্র. নং	পেশাজীবী	২০১৮-২০১৯ সালের গড় আয়	২০২০-২০২১ সালের গড় আয়	গড় আয় হ্রাস
১	বাসা-বাড়ির গৃহপরিচারিকা	৫০০০	২৫০০	২৫০০
২	রাস্তা ও ফুটপাতের হকার	৭০০০	৪০০০	৩০০০
৩	রিকশা-ভ্যান চালক	৮০০০	৭০০০	১০০০
৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৬৫০০	৫১০০	১৪০০
৫	পোশাকশ্রমিক	১২০০০	৭৬০০	৪৪০০
৬	নির্মাণশ্রমিক	১৭০০০	১১৫০০	৫৫০০
৭	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	৯০০০	৪৭০০	৪৩০০
৮	ভিক্ষুক	১০০০০	৬০০০	৪০০০

৭.২. খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ওপর প্রভাব

সাধারণ ছুটি ও যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় প্রান্তিক পেশাজীবীরা খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিজেদের জীবনযাপন করছেন। যদিও সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে তার সঠিক বণ্টন হয়নি। খাদ্য সংকটের কারণে প্রান্তিক পেশাজীবীদের অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা খাবারের চাহিদা পূরণের জন্য ঋণ নিয়েছেন। এ ছাড়া খাদ্য সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হয়েছে, যা খাদ্যের বাজারমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, ফলে পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী খাবার কিনতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা যেহেতু আয় সংকটে রয়েছে, তাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তাদের অবস্থা আরও নাজুক করে তুলেছে। করোনার এ সময়ে প্রান্তিক পেশাজীবীদের জন্য শীতবস্ত্রের সংকট একটি বড় অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দেয়। শহর বা গ্রাম যেখানেই এই জনগোষ্ঠী বসবাস করে, সেখানে তাদের শীত ও কুয়াশার সঙ্গে লড়াইটা অনেক কঠিন হয়ে ওঠে। যেহেতু এদের ঘরবাড়ি মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই বস্তিতে বসবাস করে। তাই তাদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তাদের আরও বেশি। এদিকে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতরা যেখানে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারছে না, সেখানে সন্তানকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো বা নতুন করে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং অনলাইনে ক্লাসে অংশ নেওয়া তাদের জন্য এক প্রকারের বিলাসিতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রান্তিক পেশাজীবীদের সন্তানেরা শিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। করোনাকালে প্রান্তিক পেশাজীবীদের সন্তানদের শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। কেননা গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে থাকা এই শিক্ষার্থীদের বিকল্প অথবা বিশেষ সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক আয়ের জনগোষ্ঠীর সন্তানেরা সরকার কর্তৃক প্রচারিত বা পরিচালিত কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৭.৩. চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর প্রভাব

করোনাকালে প্রান্তিক পেশাজীবীরা সবধরনের স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আকস্মিক মহামারিতে জনস্বাস্থ্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পেয়ে ফেরত আসতে হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় মারাও পড়েছেন অনেকে। গর্ভবতী ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবহেলা অবজ্ঞার শিকার হয়েছে এই জনগোষ্ঠী। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা

ভঙ্গুর এবং মানুষ খুব কমই শারীরিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা পায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম, চিকিৎসক ও নার্সের অভাবে বিপুলসংখ্যক রোগী সামলাতে পারছে না। কোভিডের সময়ে এ পেশার মানুষ খুব কমই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা যেমন জ্বর, ঠান্ডা-কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ও চিকিৎসকের সহায়তা পেয়েছিল। অন্যদিকে লকডাউনের সময় ক্যানসার, কিডনি রোগ এবং নতুন ধরনের কোনো রোগে আক্রান্ত বহু রোগী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাননি। যেহেতু বেশির ভাগ সরকারি হাসপাতাল কোভিড রোগীদের নিয়ে কাজ করতে পারেনি, তাই বেসরকারি হাসপাতালগুলো চাপের সম্মুখীন হয়। ফলে এ পেশার কোভিড রোগীরা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সেবা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে তারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পাননি। বাংলাদেশে জিডিপির মাত্র ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করেন, যা আমাদের জনসংখ্যার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র, তাদের কোনো চিকিৎসা বীমা নেই। তাই শহরের তুলনায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ অনেক বেশি ভোগান্তিতে পড়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য।

এসব চিত্র বলে দেয় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের দেশে সরকারি জনস্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট সিস্টেম আদৌ সৃষ্টি হয়নি। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের অবশ্যই সরকারি খাতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সে কারণে এই খাতে সরকারকে ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে (বারকাত, ২০২০)।

৭.৪ কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

বৈশ্বিক মহামারি করোনায় বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবীর অনেক মানুষকে কিছু সময়ের জন্য হলেও বেকার থাকতে হয়েছে। যারা কাজে ছিলেন, তাদের অনেকের জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজনীয় আয় কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। করোনা মহামারির কারণে বিশ্বজুড়ে প্রতি দুজন মানুষের একজনের আয় কমেছে। এ গবেষণায় প্রতি তিনজনে একজন জানিয়েছেন, করোনার কারণে তাদের আয়ের উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লকডাউন অবস্থা উঠে যাওয়ার পরেও এ পেশাজীবীর ক্ষতির আংশিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না বলেও এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে নিম্ন আয়ের লোকেরা তাদের নিত্যকর্ম চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কর্মঘণ্টা তুলনামূলক কম হ্রাস পেয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রত্যেক পেশাজীবীর করোনা মহামারির প্রত্যক্ষ প্রভাবও এখন পর্যন্ত পূর্ণরূপে দৃশ্যমান নয়। কিন্তু এ বৈশ্বিক মহামারি প্রান্তিক পেশাজীবীদের কর্মসংস্থান ও আয়ের ওপর যে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তা দৃশ্যমান। এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, করোনার প্রবল আঘাতে আছড়ে পড়েছে কম দক্ষ বা অদক্ষ পেশার মানুষের ওপরই। তুমুলভাবে বেশি বিপর্যস্ত হয়েছে তৈরি পোশাক খাত, পর্যটন খাত, নির্মাণখাত, ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, রেস্তোরাঁ ব্যবসা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও পরিবহণ খাত। এ ছাড়া পল্লী অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে শস্য উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অবরুদ্ধ থাকার কারণে উৎপাদিত দ্রব্যের সরবরাহ ও বিপণন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, যা সরাসরি এ পেশার মানুষের কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত। এর ফলে দেশীয় অর্থনীতিতে প্রতিদিন প্রায় অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে।

সারণি ৩. প্রান্তিক পেশাজীবীর কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

ক্র. নং	কোভিডপূর্ববর্তী পেশা	কোভিডপরবর্তী বর্তমান পেশা	কোভিডকালীন আয়ের অবস্থা	বর্তমানে কাজের অবস্থান
১	গৃহপরিচারিকা	দৈনিক শ্রমিক	কর্মহীন ও আয় কমেছে	গ্রাম
২	হকার	দৈনিক শ্রমিক	আয় কমেছে	শহর
৩	রিকশা-ভ্যানচালক	রিকশা চালক	আয় কমেছে	গ্রাম
৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	আয় কমেছে	শহর
৫	পোশাকশ্রমিক	দৈনিক শ্রমিক	কর্মহীন	গ্রাম
৬	নির্মাণশ্রমিক	দৈনিক শ্রমিক	কর্মহীন	শহর
৭	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	আয় কমেছে	শহর
৮	ভিক্ষুক	ভিক্ষুক	আয় কমেছে	গ্রাম

৭.৫ পরিবার, নারী ও শিশুর ওপর প্রভাব

এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, করোনায় নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রথমত, নারীরা তুলনামূলক শ্রমঘনিষ্ঠ কম-দক্ষতার কাজে সংশ্লিষ্ট থাকেন। দ্বিতীয়ত, মহামারির প্রভাবে তাদের ঘরে 'অবৈতনিক সেবামূলক' কাজের চাপ বেড়েছে। সন্তানের দেখাশোনা, বয়স্ক ও অসুস্থদের পরিচর্যা, করোনার স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ইত্যাদি কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি প্রকোপে ২০২০ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে গৃহে কাজ করা অনেক নারী এবং গার্মেন্টস কর্মী কাজ হারিয়েছেন। বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীদের অনেকেই বেকার হয়েছেন করোনা মহামারির সময়। মানসিক স্বাস্থ্য নারীদের জন্য একটি জরুরি বিষয়। কেননা মানসিক সমস্যা মোকাবিলা করা, যত্ন, বাড়তি কাজ, উপার্জনের অনিশ্চয়তা, খাদ্যনিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসুবিধা প্রাপ্তি—সবকিছু একইসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া নারীরা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয়েছেন। এ মহামারি তরুণদের মনোস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং বিকাশের ওপর একটি লক্ষণীয় বিরূপ প্রভাব ফেলে। শিশু-কিশোররা কিছু করতে না পারায় বা বাইরে খেলতে যেতে না পারায় বিরক্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ তারা বাবা-মা বা বয়স্কদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়। লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে শিশুরা তাদের সমবয়সীদের সঙ্গে খুব কমই যোগাযোগ করতে পারে। তাদের শারীরিক কার্যকলাপের সুযোগও কমে যায়। ফলস্বরূপ তারা উদ্বেগ, ঘুম রোগ, চাপ এবং বিষণ্নতাসহ বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি, মৃত্যুর খবর, অস্বাভাবিক আচরণ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষতি শিশুদের ওপর তীব্র মানসিক প্রভাব ফেলেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.৬ সামাজিক অসহযোগিতা

এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কোভিডের ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণির মানুষেরা কোভিডের আগে পরস্পরকে নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু মহামারির অজানা আশঙ্কায় তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে দেখা গেছে। কোথাও কোথাও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন মৃতের দাফন করানো, দুর্ঘটনায় পড়লে সাহায্যে এগিয়ে আসা, রক্ত দেওয়া, বিয়ে, জন্মদিন বা সামাজিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে তারা পরস্পরকে এড়িয়ে গেছেন। এমনও নজির দেখা গেছে যে, করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে, তাকে নিজ গ্রামে দাফনও করতে দেওয়া হয়নি। ফলে মানুষের সামাজিক গুণাবলীর সহজাত প্রবৃত্তি

বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং সুকুমার বৃত্তি অনেকাংশে কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। এতে পারস্পরিক আন্তরিকতা হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়ার মতো সামাজিক শিক্ষা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কোভিডের প্রকোপ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণির মানুষ আবার অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ ত্যাগ করেছে। কিন্তু সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৭.৭ সমাজে সুদখোর-মহাজনদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি

এই গবেষণানিবন্ধে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির বহু মানুষ করোনার প্রারম্ভে কর্মহীন হয়ে পড়েন। এ কারণে তারা শহর ছেড়ে পরিবারসহ গ্রামে যেতে বাধ্য হন। তবে সেখানে গিয়ে পর্যাপ্ত কাজের অভাবে ও দৈনিক চাহিদা পূরণের জন্য তারা স্থানীয় সুদখোর-মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন। কেউ কেউ টিকে থাকতে পারলেও বেশির ভাগই তাদের পুঁজি নষ্ট করে ফেলেন। পুঁজি হারিয়ে ও মহাজনের সুদের কিস্তির চাপে পড়ে অনেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। একইসঙ্গে পরিবারের চাহিদার জোগান দিতে অক্ষম হয়ে পড়ায় কেউ কেউ আত্মহননের পথও বেছে নেন, যা একটি পরিবারের জন্য অত্যন্ত হতাশা ও দুঃখের। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। গ্রামে ফিরে যাওয়া মানুষদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সফল হয়েছেন। কেউ কেউ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালিয়ে বেশ ভালোভাবেই কালাতিপাত করছেন। এদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে গ্রামেই থেকে গেছেন, করোনা পরিস্থিতি উন্নতি লাভ করলেও তারা আর আগের কাজে শহরে ফিরবেন না। এর ফলে তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছেন।

৭.৮ শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তর

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সৃষ্ট চলমান আর্থিক সংকটের কারণে অজস্র মানুষ গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছেন। গ্রামে ফিরেই তারা অনেকেই কোনো ধরনের কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। তা ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশির ভাগ অঞ্চলেই যৌথপরিবার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও একক পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে। তাই গ্রামে ফেরা মানুষগুলোর প্রথমেই পরিবারের সদস্যদের সমস্যাগুলো মানিয়ে নিয়ে টিকে থাকতে হয়েছে। এদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন, তারা পরিবার ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করেন। কিন্তু যারা দীর্ঘদিন বেকার ছিলেন বা কাজ খুঁজে পেতে দেরি হয়েছে, তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকসহ নানা ধরনের চাপের মুখে পড়েছেন। এর ফলে সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতনের হার বেড়ে গেছে। অনেকে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো দুঃখজনক পরিস্থিতিরও শিকার হয়েছেন। আবার পরিবারের ভরণপোষণ ঠিকমতো করতে না পারার কারণে প্রচুর বাল্যবিয়েও হয়েছে। এতে মা ও শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়েছে। প্রান্তিক পেশাজীবীদের শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরের ফলে অনেক শিশু শিক্ষার্থী অসময়ে বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে মাঝারি বা ভারী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর ফলে অনিরাপদ শিশুশ্রম বেড়ে গেছে।

এমনও হতে পারে যে, মধ্যবিত্তদের একাংশ আর শহরেই থাকবে না—স্থায়ীভাবে গ্রামমুখী হবে। এতদিন যে 'নগরায়ণ' অর্থাৎ গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা মানুষ দেখেছে, কোভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা এর উল্টোটা ঘটাতে পারে। অর্থাৎ শহরের মানুষ হবেন গ্রামমুখী- 'গ্রামায়ণ'। আর এই গ্রামায়ণে প্রধান বাহক হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (বারকাত, ২০২০)।

৭.৯ আয়ের উৎসের ওপর প্রভাব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটির কারণে গুচ্ছভিত্তিক পেশাজীবীরা কাজ হারিয়েছেন বা তাদের উপার্জন কমে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকায় স্কুলভ্যানচালক কাজ হারিয়েছেন। রিকশায় বা অটোরিকশায় যাত্রীসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। রাস্তায় খাবার বিক্রেতার বিক্রি কমে গেছে বা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে ক্রেতা কমে তাদের আয় কমেছে। তারা কর্মচারীও ছাঁটাই করেছে। অনেক ক্ষেত্রে রেস্তোরাঁর কারিগরও কাজ হারিয়েছেন, যদিও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শ্রমিক। স্টেশনারি দোকান যেখানে খাতা-কলম-পেনসিল ইত্যাদি শিক্ষাসম্পর্কিত পণ্য বিক্রি হয়, সেসব বিক্রি কমে গেছে। এগুলো উৎপাদনের সঙ্গে যেসব কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তাদের অনেকে কাজ হারিয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কম্পিউটার কম্পোজ, ফটোকপির দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের ইউনিফর্ম যারা তৈরি ও বিক্রি করতেন তাদের হাতে কোনো কাজই নেই। এসব প্রান্তিক পেশাজীবীর পরিবারে খাদ্য, পুষ্টি ও জীবনমানে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

৮. সুপারিশমালা

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ নিয়ে প্রথম কাজ করেন প্রফেসর আবুল বারকাত (বারকাত, ২০২০)। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উঠে এসেছে করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে হবে এবং তা সম্ভব। ক্ষতির আশঙ্কা হয়তো অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং তা সম্ভব। যদি করোনাভাইরাস অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হয়, তাহলে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে খাবার সরবরাহ সম্ভব হবে না। এসব দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত মানুষকে খাদ্যবাবদ দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৭৫ টাকা বরাদ্দ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সারা দেশে লাগবে ৪৫০ কোটি টাকা। মাসে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। অবশ্য এ অবস্থা পরিবর্তিত হলে অথবা নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে এ অংক কম-বেশি হতে পারে। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়াতে জরুরি খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুটো বিষয় নির্ধারণ জরুরি। প্রথমত, যেসব খানা খাদ্য বরাদ্দপ্রাপ্তি যোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ণ; দ্বিতীয়ত, তালিকাভুক্ত খানার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বরদাস্ত না করা। দুটো কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং হতে হবে তুলনামূলক অভিযোগহীন। তালিকা প্রস্তুতের নীতিমালা হতে হবে জনগণের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সময়নির্ধারিত। এ তালিকা প্রণয়নে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না। তালিকাটি গ্রামে গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে দিতে হবে, মোবাইলে এসএমএস দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যোগ্য কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে কালক্ষেপণ ও গাফিলতি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শাস্তির বিধান থাকতে হবে। তালিকা প্রণয়নের পর তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ বা খাবার যথাযথভাবে পৌঁছাতে হবে (বারকাত, ২০২০)।

তবে দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলমান থাকলে সমস্যার সমাধান দীর্ঘায়িত হবে। সেক্ষেত্রে মানুষের কাজও প্রয়োজন হবে। কাজ না থাকলে 'দিন আনা দিন খাওয়া' বন্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য নিরাশ না হয়ে কাজ খুঁজতে হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উন্নতির দিকে গেলে গ্রাম-শহরে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগে পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের কাজ, পুকুর-দীঘি খননের কাজ, স্কুলঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি করতে হবে। আরও একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরামূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ

করা। কোনো ধরনের সিন্ডিকেট বরদাস্ত করা হবে না। কোভিড-১৯-এর ক্ষতি মোকাবেলা এবং একই সাথে নিম্নগামী ও মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার উত্তরোত্তর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বহু কিছু করতে হবে, লাগবে অর্থ, লাগবে জনগণের সম্পৃক্ততা, লাগবে নেতৃত্বের সততা, সাহস এবং দেশপ্রেম (বারকাত, ২০২০)।

এ গবেষণা প্রবন্ধে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো:

ক. কোভিডপরবর্তী পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতীয় বহুমাত্রিক ধারণার ওপর একটি নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য।

খ. অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে।

গ. বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য একটি বীমা পরিকল্পনা ও প্রণোদনা প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের ভঙ্গুর স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজাতে হলে এই খাতে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন। নার্সিং, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ও ওষুধের ওপর দক্ষতা প্রশিক্ষণের দিকেও মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

ঘ. কোভিড-১৯ সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রচারের উপায় হিসেবে অনলাইনভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান এবং সম্ভাব্য টেলিমেডিসিন সেবা আরও বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতারাও সাধারণ মানুষকে করোনা সম্পর্কে সতর্ক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

ঙ. বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে অল্প দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে বেশির ভাগই আধাদক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ কর্মী রয়েছেন। চাকরির যোগসূত্রসম্পর্কিত বৃত্তিমূলক দক্ষতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে মহামারি পুনরুদ্ধারের ভবিষ্যৎ পর্যায়গুলোর জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যাতে করে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাদের অর্জিত দক্ষতা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবহার করতে পারেন।

চ. পিছিয়ে থাকা দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন সহজে বিকল্প শিক্ষার সুবিধা নিতে পারে সেদিকে নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ছ. যেসব অভিবাসী শ্রমিক করোনা মাহমারির কারণে ইতিমধ্যে দেশে ফিরে এসেছেন অথবা চাকরি হারিয়ে প্রবাসে অবস্থান করছেন, তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রয়োজনে দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে উৎপাদনশীল খাতে সংযুক্ত করতে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯. উপসংহার

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস মহামারি আমাদের নতুন এক সার্বজনীন শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মাধ্যমে আমরা শিখেছি—এই গ্রহে আমরা সবাই এক, আমাদের সমস্যা ও সম্ভাবনাও একই সূত্রে গাঁথা। তাই সামাজিক বৈষম্য দূর করাটা এখন সময়ের দাবি। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা থেকে অনিয়ম ও বৈষম্য দূর করতে হবে। তা না হলে মানবজাতির অস্তিত্ব ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রান্তিক পেশাজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। যদিও জরাজীর্ণ অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশকে কোভিড-১৯ এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে যেতে হবে। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বের পরিবর্তনগুলো ত্বরান্বিত করেছে, যা বিশ্ববাসীকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর ফলে অনেক কাজের প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হবে এবং আমাদেরও পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কেবল উপযুক্ত নীতি ও কৌশল এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে উন্নয়নের ধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে। কাজেই উদ্যোগ গ্রহণ, নীতি বা আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে তা যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাংলাদেশের সব নাগরিককে একসঙ্গে সরকারকে সাহায্য করতে হবে যেন কোভিড-১৯ এর ক্ষতি আমরা অতিদ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারি। তাই পরিশেষে বলা দরকার, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় মানুষকে নিজ নিজ জীবনধারা পরিবর্তন করতে হয়েছে। করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ সমস্ত বিশ্বকে বদলে দিয়েছে এবং জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

Ali, M. & Bhuiyan, M. (19 August, 2020). Around 1.7m youths may lose jobs in 2020 for pandemic. *The Financial Express*. Retrieved from: https://www.tbsnews.net/bangladesh/around-17m-youths-may-lose-jobs-2020-pandemic-121351

COVID-19: Bangladesh Multi-Sectoral Anticipatory Impact and Needs Analysis (15 April, 2020). *Government of Bangladesh (GoB)*. Retrieved from: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID_NAWG%20Anticipatory%20Impacts%20and%20Needs%20Analysis.pdf

Genoni, E. M., Khan, I. A., Krishnan, N., Palanswamy, N. & Raza. W. (2020). *Losing Livelihoods: The Labor Market Impacts of COVID-19 in Bangladesh*. World Bank Group. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34449/Losing-Livelihoods-The-Labor-Market-Impacts-of-COVID-19-in-Bangladesh.pdf

Hossain, I. M. (10 March, 2021). COVID-19 Impacts on Employment and Livelihood of Marginal People in Bangladesh: Lessons Learned and Way Forward. *Research Article*. Volume: 28, Issue: 1, Page(s): 57-71. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0971523121995072

International Labour Organization *(ILO)* (2010). Informal economy in Bangladesh. Retrieved from: https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/informal-economy/lang--en/index.htm

Islam, R. (17 April, 2020). Focus both on saving lives, *livelihoods: Experts to govt. United News of Bangladesh*. Retrieved from: https://unb.com.bd/category/Special/focus-both-on-saving-lives-livelihoods-experts-to-govt/49774

Mahmud, S., Zubayer, A. S., Eshtiak, A., Ahmed, I. & Nasim, H. M. (6 July, 2021). *Economic Impact of COVID-19 on the Vulnerable Population of Bangladesh*. Retrieved from: https://assets.researchsquare.com/files/rs-279226/v2_covered.pdf?c=1631872627

Mamun, A. M., Griffths, D. M. (June, 2020). First COVID-19 suicide case in Bangladesh due to fear of COVID-19 and xenophobia: Possible Suicide Prevention Strategies. *Asian Journal of Psychiatry*. Volume: 51, 102073. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820301842?via%3Dihub

Nasrin, M. (October, 2021). The Socio-Economic Impact and Implications of Covid-19 in Bangladesh: A Sociological Study According to Sociological Theories and Social

Determinants. Retrieved from: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=112588

Newton, C. (26 September, 2017). *What is Marginal Employment?*. Retrieved from: https://bizfluent.com/info-10029888-marginal-employment.html

Palma, P. (4April, 2020). Coronavirus Pandemic: A big blow to overseas jobs. *The Daily Star*. Retrieved from: https://www.thedailystar.net/frontpage/news/coronavirus-pandemic-big-blow- - overseas jobs-1889365

Rahman, R. M., Sajib, H. E., Chowdhury, M. I., Banik, A., Bhattachary, R. & Ahmed, H. (December, 2020). A Review on Present Scenario of COVID-19 in Bangladesh. DOI: 10.20944/ preprints 202012.0661.v1. *Researchgate.* Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/347890174_A_Review_on_Present_Scenario_of_COVID-19_in_Bangladesh

Riaz, A. (8 April, 2020). Bangladesh's COVID-19 stimulus: Leaving the most vulnerable behind. *Atlantic Council*. Retrieved from: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/bangladeshs-covid-19-stimulus-leaving-the-most-vulnerable-behind/

Unicef Bangladesh (2020). Retrieved from: https://www.unicef.org/bangladesh/media/5256/file/%20Tackling%20the%20COVID-19%20economic%20crisis%20in%20Bangladesh.pdf%20.pdf

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (2020). Informal Economy (Empowering Informal Workers, Securing Informal Livelihoods). Retrieved from: https://www.wiego.org/informal-economy

পরিশিষ্ট
(গবেষণার প্রশ্নাবলী)

(বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি পর্যালোচনা)

অংশগ্রহণকারীর সাধারণ তথ্য

১. নাম:

২. বয়স:

৩. লিঙ্গ: □ পুরুষ □ মহিলা □ অন্যান্য

৪. যোগাযোগের নম্বর:

৫. বর্তমান ঠিকানা:

অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা:

৬. আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা:

৭. পরিবারের সদস্যসংখ্যা:

৮. পরিবারের সদস্যসংখ্যা:

বয়স	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা

৯. ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে পরিবারের মাসিক গড় আয়ের পরিসর

বছর	মাসিক গড় আয়
২০১৯	
২০২০	
২০২১	

১০. কোভিড-১৯-এর ফলে আপনার বর্তমান পেশায় কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে?

১১. কোভিড-১৯-এর কারণে আপনি আপনার দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে কী ধরনের প্রভাবের সম্মুখীন হচ্ছেন?

১২. আপনি কি এই কাভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন?

১৩. এই কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন আপনি আপনার পরিবার, শিশু এবং মহিলাদের ওপর কী ধরনের প্রভাব লক্ষ করছেন?

১৪. মহমারির সময়ে আপনি কী কোনো সামাজিক সহযোগিতা পেয়েছেন?

১৫. কোভিড-১৯-এর সময়ে আপনি কি শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছেন?

১৬. কোভিড-১৯ পরবর্তী আপনি কী পেশা পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করছেন?

১৭. কোভিডের সময়ে আপনি কোন কোন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

১৮. মহামারি কীভাবে আপনার সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে?

১৯. মহামারি চলার সময়ে আপনি কী সরকারের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পেয়েছেন?
১৯.১ যদি হ্যাঁ হয়, কত পরিমাণে এবং কতবার আপনি আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন?
১৯.২ যদি না হয়, তাহলে আপনি কেন কোনো আর্থিক সহায়তা পাননি?

২০. মহামারির প্রকোপ থেকে প্রান্তিক পেশাজীবীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?